গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
শাখা- ০২ (সমন্বয়,জিপিএমএস.আইসিটি,প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং)
এফ-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং: ৫৭.০৩.০০০০.০০০.০৪৫.২৫.০০৪৩.২২.১৭২০ তারিখ: ২৩/০৭/২০২৬ খ্রি.

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ২৫ জুলাই ২০২৬ তারিখের ৫৭.০০.০০০০.০০০.০৪২.৯৯.০০২.২৪.৯৮. নং-স্মারক এ বর্ণিত "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি" এর ২০২৬ সালের ১ম সভার কার্যবিবরণীতে বর্ণিত কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ পালনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নপূর্বক এ দপ্তরকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে পত্রটি পৃষ্ঠাংকনপূর্বক সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৫ (পাঁচ) পাতা।

২৬.০৭.২১

(মোঃ রাকিবুল হাসান)
সহকারী পরিচালক
মোবাইল:০১৭৩৭-২৪২৫৮২
ইমেইল: dte.ad2@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। অধ্যক্ষ (সকল), সরকারি পলিটেকনিক/বাংলাদেশ সরকারি ইনস্টিটিউট অফ গ্লাস এন্ড সিরামিকস/সরকারি গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট/সরকারি সার্ভে ইনস্টিটিউট।
৩। অধ্যক্ষ, ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বগুড়া।
৪। অধ্যক্ষ (সকল), সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ।

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে):

১। পরিচালক (সকল), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। চীফ একাউন্টস্ এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৪৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক, ...।
৪। জেলা/উপজেলা একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, ...।
৫। সহকারী পরিচালক (সকল), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৬। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৭। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
সমন্বয় শাখা
www.tmed.gov.bd

স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০০০.০৪২.৯৯.০০২.২৪.৯৮

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩
১৪ জুলাই ২০২৬

বিষয়: 'ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি"-এর ২০২৬ সালের ১ম সভার কার্যবিবরণীতে বর্ণিত এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন।

সূত্রঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০০০.১০৭.০৫.০০৮.২৪-১৪৪; তারিখ: ৬ জুলাই ২০২৬ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় এবং সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-এর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৩ জুন ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

১। "প্রতিদিন সমাবেশের সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ডেঙ্গু সচেতনতামূলক বক্তব্য দিতে হবে। বাচ্চাদের মাধ্যমে ডেঙ্গু বিষয়ে শিক্ষা অভিভাবকদের নিকট পৌঁছাতে হবে। নাগরিকদের সচেতন করতে হবে। স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে শিক্ষকদের নির্দেশনা দিতে হবে"।

১০। "প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ/দপ্তর যার যার মতো করে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে লিফলেট প্রস্তুত করবে এবং বিতরন করবে। সবাইকে সচেতন করতে হবে এবং জবাবদিহি করতে হবে"।

০২। এমতাবস্থায়, 'উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে- ০৪ (চার) পাতা।

১৪।০৭।২০২৬
ড. মো: মনিরুল ইসলাম
উপসচিব
০২-৫৫১০১৩৪৮
sascordinet@tmed.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা;
২। মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, বেইলি রোড, ঢাকা;
৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা;
৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বকশিবাজার, ঢাকা;

স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০০০.০৪২.৯৯.০০২.২৪.৯৮/১(৪)

তারিখ: ৩০ আষাঢ় ১৪৩৩
১৪ জুলাই ২০২৬

অনুলিপি (সদয় জ্ঞাতার্থে) :

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ [দৃ: আ: উপসচিব (নগর উন্নয়-২) শাখা)] ঢাকা;
২। যুগ্মসচিব, প্রশাসন-৩ অধিশাখা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা;
৩। সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা;
৪। অফিস কপি

১৪।০৭।২০২৬
ড. মো: মনিরুল ইসলাম
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
নগর উন্নয়ন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.১০৭.০৫.০০৮.২৪-১৪৪

তারিখ: ২২ আষাঢ় ১৪৩৩
০৬ জুলাই, ২০২৬

বিষয়: "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি"-এর ২০২৬ সালের ১ম সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য ২৩ জুন, ২০২৬ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে (কক্ষ নং-৬০১, ভবন নং-৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি"-এর ২০২৬ সালের প্রথম সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সাথে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৭ (সাত) পৃষ্ঠা।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাঃ ও অর্থ) এর দপ্তর
ডাইরী নং- ২৬২০
তারিখ 08 JUL 2026
যুগ্মসচিব (প্রশাঃ অধিঃ-১)
যুগ্মসচিব (প্রশাঃ অধিঃ-২)
যুগ্মসচিব (প্রশাঃ অধিঃ-৩)
স্বাক্ষর

০৬/০৭/২০২৬
মো: রবিউল ইসলাম
উপসচিব
ফোন: ০২৫৫১০০৬৭৭
ইমেইল: urbandev2@lgd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা;
৩. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৪. সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা;
৫. সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা;
৬. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৭. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৮. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৯. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১০. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১১. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১২. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৩. সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৪. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৫. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৬. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৭. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৮. প্রশাসক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ঢাকা;
১৯. প্রশাসক, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, গুলশান-২, ঢাকা;
২০. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়াসা (সকল);
২১. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগরগাঁও, ঢাকা;
২২. চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা;
২৩. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা;
২৪. মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা;

যুগ্মসচিব (প্রশাসন-৩) এর দপ্তর
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
ডকেট নং: ২২৬
তারিখ: ০৯/৭/২৬
উপসচিব/সি:সহ:সচিব (সমন্বয়)
উপসচিব/সি:সহ:সচিব (সংসদ)
সি:এনালিস্ট/প্রোগ্রামার (আইসিটি)
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
অন্যান্য
যুগ্মসচিব (প্রশাসন-৩) অধিশাখা

শাখা প্রধান (সমন্বয়)
মোতাবেক ০৮ (আট) পৃষ্ঠা/
প্রতি উক্তকারীভিত্তিতে
উপস্থাপন করুন।
০৯.০৭.২০২৬
আনিসুল ইসলাম (১৫০১৩)
যুগ্মসচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

AO
০৯.০৭.২০২৬

২৫. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২৬. প্রকল্প পরিচালক, "ইম্প্রুভমেন্ট অব আরবান পাবলিক হেলথ প্রিভেন্টিভ সার্ভিসেস প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প;
২৭. অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি);
২৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, -------------------------------সিটি কর্পোরেশন (সকল);
২৯. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১/২ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৩০. চেয়ারম্যান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা;
৩১. চেয়ারম্যান, এন্টোমলজি বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা;
৩২. বিভাগ প্রধান, এন্টোমলজি বিভাগ, নিপসম, মহাখালী, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.১০৭.০৫.০০৮.২৪-১৪৪/১(৫)

তারিখ: ২২ আষাঢ় ১৪৩৩ / ০৬ জুলাই, ২০২৬

সদয় অবগতি/ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য);
২. প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য);
৩. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৪. সিস্টেম এনালিস্ট, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
৫. অফিস কপি।

০৬/০৭/২০২৬

মো: রবিউল ইসলাম
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
নগর উন্নয়ন-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

বিষয়: "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি"-এর ২০২৬ সালের ১ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, এমপি মন্ত্রী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	২৩ জুন, ২০২৬; সকাল ১০:০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং ৬০১), স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব মো: শহীদুল হাসান সভা শুরু করেন। তিনি বলেন যে, "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি"-এর ২০২৬ সালের প্রথম সভা। আসন্ন ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধে ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে প্রস্তুতি গ্রহণের লক্ষ্যে এ সভার আয়োজন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি স্বাগত বক্তব্য প্রদান করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী ও সভার সভাপতিকে অনুরোধ জানান।

০২। মাননীয় মন্ত্রী সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সম্মানিত সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ, কীটতত্ত্ববিদ, সাংবাদিকবৃন্দ এবং Zoom App এর মাধ্যমে সংযুক্ত বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন সারাদেশে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য এ সভাটি আহ্বান করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, আমাদের ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে আরও সচেতন হতে হবে। তিনি সভায় উপস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সম্মানিত সচিবগণসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দকে সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব সম্মত প্রস্তাব উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ জনান। এরপর তিনি স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব (নগর উন্নয়ন-২ শাখা)-কে সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

০৩। উপসচিব (নগর উন্নয়ন-২ শাখা) স্থানীয় সরকার বিভাগ সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা-২০২৫" প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকায় ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটিসহ সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা, ইউনিয়ন এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ওয়ার্ড পর্যায়ে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটি সমূহের কার্যপরিধি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের করণীয় সম্পর্কে উক্ত জাতীয় নির্দেশিকায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক দপ্তর/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানসমূহ ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সামরিক স্থাপনা, বিজিবি, বিমানবন্দর ও রেলওয়েসহ বিভিন্ন সংরক্ষিত এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল/ মেডিকেল সেন্টার/ বেসরকারি ক্লিনিকসমূহের করণীয় সম্পর্কেও জাতীয় নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে। এরপর সভাপতির অনুমতিক্রমে ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য সকলকে অনুরোধ জানানো হয়।

০৪। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ঠিকমতো অর্পিত দায়িত্ব পালন করেনা। আমাদের জনবলকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ফুটপাতে অনেক দোকান/ স্টলে ময়লা পড়ে থাকে। এগুলো পরিষ্কার করা দরকার। এগুলো পরিষ্কার না করলে মশা নিয়ন্ত্রণে আসবেনা।

০৫। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ বলেন, প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শ্রেণি শিক্ষকগণ প্রতিদিন ৫ মিনিট করে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে সচেতনতামূলক লিফলেট/ বক্তব্য দিবে। যাতে করে ছাত্রছাত্রীরা ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত সকল রোগ সম্পর্কে নিজে সচেতন হতে পারে এবং পরিবারের সদস্যদের সচেতন করতে পারে।

০৬। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বলেন, নিজস্ব সংস্থা, রাজউক, রিহাবসহ একটি সভা করা হয়েছে। সভায় নির্মাণাধীন ভবনের কোথাও যেন পানি জমে না থাকে সে বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে। তিনি বলেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি সচেতনতামূলক লিফলেট যদি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে সেটা বেশি কার্যকর হবে।

০৭। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থা নিয়ে সমন্বয় সভা আহ্বান করা হবে। সভায় ডেঙ্গু বিষয়ে এজেন্ডা রাখা হবে। রেডিও, টেলিভিশন এবং দৈনিক পত্রিকায় সচেতনতামূলক প্রচারণা করলে ভালো হয়। বর্তমানে ইয়ং জেনারেশনকে আরও সম্পৃক্ত করার জন্য সোস্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করা যেতে পারে। জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করলে সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে।

০৮। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেন, তাঁর মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা জোড়দারকরণসহ ফুলের টব বা স্কুলের কোথাও পানি জমে না থাকে। ডেঙ্গু বিষয়ে শিক্ষকদের মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

০৯। মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেন, সকল এনজিওদের নিয়ে সভা করা হয়েছে। পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাদের সহযোগিতা নেয়া হচ্ছে। ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানোর জন্য সকল এনজিওকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

১০। প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেন, গাইডলাইন মোতাবেক কাজ করা হবে। সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে মহানগরীর নাগরিকদের সচেতন করতে হবে।

১১। প্রতিনিধি স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বলেন, মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে সভা করা হয়েছে। ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে কি করণীয় সে বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং প্রচার-প্রচারণা চালানো হচ্ছে। ডেঙ্গু রোগীর শ্রেণি বিন্যাস করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর ঔষধ ও কীট পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং মজুদ রয়েছে।

১২। জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী, মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বলেন, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে সমন্বিত উদ্যোগে মশা নিধন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। স্কুল-কলেজে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

১৩। চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) বলেন, সকল লেক, ফুটপাত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সকল সোসাইটিকে ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এ বিষয়ে রাজউক দায়িত্ব নিতে পারে। ফুলের টব মশার বংশ বৃদ্ধির বড় কারখানা। ফুলের টব বিশেষ করে ভবনের ছাদে থাকে। এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। লিফলেট আকারে প্রচার-প্রচারণা করতে হবে।

১৪। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেন, মশক নিধনের জন্য আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি রয়েছে। জলাবদ্ধতা নিরসনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে। নর্দমা পরিষ্কারের কাজ চলমান আছে। নাগরিক সচেতনতার কার্যক্রম চলমান আছে। প্রতিদিন দুই বার মশার লার্ভিসাইড ও এডাল্টিসাইড প্রয়োগ এবং ফগিং করা হচ্ছে। প্রতিদিন যারা কাজ করে তাদেরকে মনিটরিং এর আওতায় নিয়ে আসা হবে। ২০১৬ সালের মে মাসে একটি জরিপ করা হয়েছে। জরিপে ৬৩টি ওয়ার্ডে ডেঙ্গু আছে মর্মে সনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৭ টি ওয়ার্ড ঝুঁকিপূর্ণ। এই জরিপের ভিত্তিতে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম চলমান আছে। ল্যাবে ঔষধ পরীক্ষা করা হয়েছে। ঔষধে কোন সমস্যা নাই।

১৫। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট, "ইম্প্রুভমেন্ট অব আরবান পাবলিক হেলথ প্রিভেন্টিভ সার্ভিসেস প্রজেক্ট (IUPHPSP)" শীর্ষক প্রকল্প বলেন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত কার্যক্রমের পাশাপাশি আরও কতিপয় বিষয় বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। লার্ভিসাইড এবং এডাল্টিসাইড ক্রমাগত প্রয়োগ করা হচ্ছে আবাসিক/বাণিজ্যিক ভবনসমূহের বাহিরে ড্রেনে বা অন্যান্য

স্থানে। এতে মশা এ সকল স্থান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ভবন বা বাসা বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। যে কারণে এ পদ্ধতির প্রয়োগ সফল হচ্ছে না। ছাদ কৃষি, ছাদ বাগান এবং বাসাবাড়ির বা ভবনের অভ্যন্তরে টবে বা অনুরূপ পদ্ধতিতে সৃষ্ট ফুলবাগান বা শাক-সবজির চাষাবাদ ঢাকা শহরসহ সারা দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণে ছাদে, টবে বা অনুরূপ ব্যবস্থাপনায় কিছু স্বচ্ছ পানি জমে থাকে। এ স্থানে এডিস মশা অবস্থান করে এবং বংশ বিস্তার করে। সারাদেশে নার্সারির টবে বা চারার প্যাকেটে স্বল্প পরিমান স্বচ্ছ বা পরিষ্কার পানি জমে থাকে, যে কারণে এডিস মশা অবস্থান করে বংশ বিস্তার করে। বহুতল ভবনসমূহের বেজমেন্টে গাড়ি পরিষ্কার বা অন্য কোন কারণে পরিষ্কার পানি জমে থাকে, যে কারণে এডিস মশা অবস্থান করে বংশ বিস্তার করে। নির্মাণাধীন ভবনে প্রয়োজনে পানি জমা রাখা হয়। এ সব জমে থাকা স্বচ্ছ পানিতে এডিস মশা বংশ বিস্তার করে। পরিত্যক্ত গাড়ি, বিশেষ করে ঢাকা শহরের থানাসমূহের পাশে প্রচুর আলামত হিসেবে অব্যবহৃত গাড়ি স্তুপ করে রাখা আছে যেখানে পানি জমে থাকে। এ সব স্থানে এডিস মশা অবস্থান এবং বংশ বিস্তার করে। রেলওয়ের অব্যবহৃত বগি বা ওয়ারগনে অনেক সময় পানি জমে থাকে। এ স্থানে পানিতে এডিস মশা অবস্থান করে। সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার পক্ষে ডেঙ্গু বা চিকনগুনিয়া নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূলকরণে এককভাবে সফলতা অর্জন সহজ নয়। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর/ সংস্থার অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা প্রয়োজন। নির্মাণাধীন ভবনে জমা রাখা পানিতে যাতে এডিস মশার লার্ভা না থাকে সে বিষয়ে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এবং রিহাব এর মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/নিজ নিজ মালিকানা/পরিচালনাধীন ভবনসমূহে মশার আবাস চিহ্নিত এবং মশা নির্মূলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা প্রয়োজনে কারিগরী সহায়তা প্রদান করতে পারে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, থানাসমূহে স্তুপকৃত মামলার আলামত বা অন্যান্য পরিত্যক্ত বাস বা গাড়িতে যাতে স্বচ্ছ পানি জমে থেকে মশার বংশ বিস্তারে ভূমিকা না রাখতে পারে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সকল স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া সম্পর্কে সচেতন ও করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মাধ্যমে ছাদ বাগানে মশার অবস্থান ও বংশ বিস্তার রোধ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্টদের সচেতন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে নার্সারির এবং জমি উঁচু করে চাষ পদ্ধতির কারণে জমে থাকা পানিতে মশার বংশ বিস্তার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। উঁচু ভবনের বেজমেন্টে পানি জমা, পানির পাম্পের পাশে পানি জমা, গ্যাস রাইজারের পাশে পানি জমার বিষয়ে ভবন মালিকদেরকে সচেতন করা প্রয়োজন। অল্প পরিমানে জমে থাকা পানিতে মশার লার্ভা জন্মানো প্রতিরোধে বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে বিটিআই, নোভালিওরন প্রভৃতির প্রয়োগ সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদেরকে উৎসাহিত এবং বাজার সহজীকরণ করা যেতে পারে। জনগণকে সচেতন করতে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারণা, লিফলেট, পোষ্টার, বিলবোর্ডের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

১৬। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে প্রমাণভিত্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এ বছর উত্তর সিটি কর্পোরেশন বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে জনসচেতনতা, জনসম্পৃক্ততা এবং সোর্স রিডাকশনের ওপর। শুধুমাত্র কীটনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করা অত্যন্ত কঠিন। এডিস মশার প্রধান প্রজননস্থল ধ্বংস না করা গেলে এর বিস্তার কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষাপটে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং নিজস্ব স্বেচ্ছাসেবক কর্মীবাহিনীকে সম্পৃক্ত করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সোর্স রিডাকশন কার্যক্রম পরিচালনার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে একটি আধুনিক মশা সার্ভিল্যান্স ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর অংশ হিসেবে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে একটি সমন্বিত ড্যাশবোর্ড সংযোজন করা হয়েছে। এই ড্যাশবোর্ডে আবহাওয়ার তথ্য, ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা, এডিস লার্ভার ঘনত্বসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নগরীর বিভিন্ন এলাকার ঝুঁকি নির্ধারণ ও ঝুঁকি মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। যে কোনো নাগরিক এই ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে তার এলাকার বর্তমান ঝুঁকির অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং ঝুঁকি কমাতে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সে সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও ধারণা পাবেন। বিগত চার মাস ধরে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বিশেষ পরিচ্ছন্নতা ও সোর্স রিডাকশন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এই কার্যক্রমের সময়সূচি ও স্থান নিয়মিতভাবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় যাতে নাগরিকরা কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত থাকতে পারেন। মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে আরও কার্যকর, বাস্তবসম্মত এবং তথ্যনির্ভর করতে উন্নত ডাটা ম্যানেজমেন্ট ও নির্ভরযোগ্য তথ্যপ্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ডেঙ্গু রোগী সম্পর্কিত তথ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ঝুঁকি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত রোগীর তথ্য বিশ্লেষণের সময় কিছু বিষয় বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় দেশের একমাত্র বিশেষায়িত ডেডিকেটেড ডেঙ্গু হাসপাতাল রয়েছে। ফলে দেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলা এবং অন্যান্য হাসপাতাল থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোগী এই

২৬০

হাসপাতালে ভর্তি হয়। ফলস্বরূপ, হাসপাতালভিত্তিক রোগীর সংখ্যা অনেক সময় উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রকৃত স্থানীয় রোগী পরিস্থিতির প্রতিফলন করে না। অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য এলাকা থেকে আগত রোগীদের তথ্যও উত্তর সিটি কর্পোরেশনের রোগীসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়, যা স্থানীয় ঝুঁকি মূল্যায়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য কার্যকর ঝুঁকি মানচিত্র এবং মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে রোগীর প্রকৃত আবাসস্থলভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিত ডাটা ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

১৭। চেয়ারম্যান, কীটতত্ত্ব বিভাগ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা বলেন, পরিষ্কার পানিতে এডিস মশার জন্ম হয়। বাসা বাড়ির আশে পাশে, কনস্ট্রাকশন সাইট, ডাবের খোসা ও ফুলের টবে জমে থাকা পানিতে মশার জন্ম হয়। জুলাই মাস বা বর্ষা মৌসুমে মশা বৃদ্ধি পায়। বর্তমান তাপমাত্রা মশার জন্য খুব উপযোগী। প্রতিদিন যে লার্ভিসাইড ও এডাল্টিসাইড প্রয়োগ করা হচ্ছে এগুলো এখনো কার্যকরী কিনা তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ঔষধের পরিমান বা ডোজ ঠিক আছে কিনা তা মনিটরিং করা প্রয়োজন।

১৮। চেয়ারম্যান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বলেন, এখন প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে। বাইরে যে কন্টিনার, প্লাস্টিকের পট পড়ে আছে সেগুলো পরিষ্কার করতে হবে অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে।

১৯। চেয়ারম্যান, এন্টোমলজি বিভাগ, নিপসম, মহাখালী, ঢাকা বলেন আমরা যে লার্ভিসাইড ও এডাল্টিসাইড প্রয়োগ করছি তা মশা নিধনে কাজ করছে কিনা তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। মশক নিধনে যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে তার মনিটরিং জোরদার করা প্রয়োজন।

২০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন বলেন, ফেব্রুয়ারি মাসে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছিল। তবে এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাদের জনবলের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

২১। জনাব মো: হুমায়ুন কবির, অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বলেন, প্রতি রবিবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ঢাকা মশক নিবারণী দপ্তরকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। জুন, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে মশক নিয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করতে হবে। প্রয়োজনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিতে হবে এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

২২। মাননীয় মন্ত্রী ও সভাপতি বলেন, স্কুলের শিক্ষার্থীরা যা শিখে আসে তা বাসায় এসে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। এজন্য স্কুলের শিক্ষকদেরকে বাচ্চাদের ডেঙ্গু সচেতনতামূলক বক্তব্য দিতে হবে। সকল স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে শিক্ষকদের নির্দেশনা দিতে হবে এটা বেশি কার্যকর হবে। সিটি কর্পোরেশনে যারা দায়িত্বে আছেন তারা প্রত্যেকটা বাসায় গিয়ে ভিজিট করবেন। মানুষকে সচেতন করবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান ও বাসায় এডিস মশার লার্ভা পাওয়া যাবে, সে সকল বাসা ও প্রতিষ্ঠান লাল চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ/দপ্তর যার যার মতো করে লিফলেট প্রস্তুত করবে এবং বিতরণ করবে। সবাইকে সচেতন করতে হবে এবং জবাবদিহি করতে হবে। ফগিং এর লোকজনকে কাজে লাগাতে হবে। মনিটরিং আরও জোরদার করতে হবে। ফগার মেশিনগুলো কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করতে হবে। ফগার মেশিনের ঘাটতি থাকলে ক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রচার-প্রচারণার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। ডেঙ্গু রোগের বিস্তার রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পোষ্টার, লিফলেট, ডিজিটাল বিল বোর্ড ও সোস্যাল মিডিয়া-এর মাধ্যমে নিয়মিত প্রচারণা চালাতে হবে। কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ) স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ ও উত্তর সিটি কর্পোরেশন, প্রতিনিধি- স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যান বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং প্রকল্প পরিচালক, "ইম্প্রুভমেন্ট অব আরবান পাবলিক হেলথ প্রিভেন্টিভ সার্ভিসেস প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প এর সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করতে হবে।

২৩। সার্বিক আলোচনান্তে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

০১। "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি" এর গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়কে সভাপতি করে নিম্নবর্ণিতভাবে একটি টাস্ক ফোর্স কমিটি গঠন করা হয়:

১.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
৩.	প্রকল্প পরিচালক, "ইম্প্রুভমেন্ট অব আরবান পাবলিক হেলথ প্রিভেন্টিভ সার্ভিসেস প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প	-	সদস্য
৪.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
৫.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
৬.	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
৭.	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
৮.	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
৯.	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ (উপসচিব-এর নিম্নে নহে)	-	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (উপসচিব-এর নিম্নে নহে)	-	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (উপসচিব-এর নিম্নে নহে)	-	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ (উপসচিব-এর নিম্নে নহে)	-	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (উপসচিব-এর নিম্নে নহে)	-	সদস্য
১৫.	প্রতিনিধি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (উপসচিব-এর নিম্নে নহে)	-	সদস্য
১৬.	অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (প্রশাসন), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)	-	সদস্য
১৭.	প্রতিনিধি, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)	-	সদস্য
১৮.	প্রতিনিধি, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
১৯.	উপসচিব (নগর উন্নয়ন-২ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি" এর গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন কাজ পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান;

(খ) ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;

(গ) মাঠ পর্যায়ের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি জাতীয় কমিটির নিকট পেশ করা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সীমাবদ্ধতা থাকলে তা জাতীয় কমিটিকে অবহিত করা;

(ঘ) কমিটিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

ক্রম.	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২।	প্রতিদিন সমাবেশের সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ডেঙ্গু সচেতনতামূলক বক্তব্য দিতে হবে। বাচ্চাদের মাধ্যমে ডেঙ্গু বিষয়ে শিক্ষা অভিভাবকদের নিকট পৌঁছাতে হবে। নাগরিকদের সচেতন করতে হবে। স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে শিক্ষকদের নির্দেশনা দিতে হবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩।	ডেঙ্গু প্রতিরোধে সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় ব্যাপক জনসচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে। যে সকল প্রতিষ্ঠান, ভবন বা বাসাবাড়িতে এডিস মশার লার্ভা পাওয়া যাবে সে সকল প্রতিষ্ঠান বা ভবনে লাল চিহ্ন দিতে হবে। প্রয়োজনে সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	১। সিটি কর্পোরেশন (সকল) ২। পৌরসভা (সকল)

৪।	দেশের সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় ডেঙ্গু সচেতনতা বৃদ্ধিসহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। যুব সমাজকে সংযুক্ত করার জন্য সোস্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ২। সিটি কর্পোরেশন (সকল) ৩। পৌরসভা (সকল)
৫।	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত সকল বিলবোর্ডে জনসচেতনতামূলক ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ের প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টার এর মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণা ব্যাপকভাবে চালাতে হবে।	১। সিটি কর্পোরেশন (সকল)
৬।	দেশের এনজিওসমূহকে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে সম্পৃক্ত করতে হবে। এছাড়া ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সোসাইটিকে এ কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে।	১। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ২। রাজউক
৭	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে সমন্বিত উদ্যোগে মশা নিধন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। নিয়মিত Mosquiton 0.8 (Novaluron) ট্যাবলেটসহ এডিস লার্ভা নিরোধী অন্যান্য কীট ব্যবহার করতে হবে। রাজধানীবাসী যাতে সহজে এডিস লার্ভা নিধনের ট্যাবলেটসমূহ সংগ্রহ করতে পারেন সে বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। লার্ভা নিধন ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	১। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ২। ঢাকা উত্তর কর্পোরেশন
৮।	সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় ফগিং কার্যক্রম এর মনিটরিং আরও জোরদার করতে হবে। ফগার মেশিনগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে।	১। সিটি কর্পোরেশন (সকল) ২। পৌরসভা (সকল)
৯।	নির্মাণাধীন বাড়ি, বহুতল ভবনসমূহের বেজমেন্ট, থানায় আলামত হিসেবে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত গাড়ি, রেলওয়ের অব্যবহৃত বগি বা ওয়ারগন নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে যাতে পানি বা ময়লা আবর্জনা দীর্ঘদিন জমে না থাকে।	১। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ২। রেলপথ মন্ত্রণালয় ৩। রাজউক
১০।	প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ/দপ্তর যার যার মতো করে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে লিফলেট প্রস্তুত করবে এবং বিতরণ করবে। সবাইকে সচেতন করতে হবে এবং জবাবদিহি করতে হবে।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/ রেলপথ মন্ত্রণালয়/ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়/ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়/ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়/ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ/ কৃষি মন্ত্রণালয়/ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়/ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/ ওয়াসা (সকল)/ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর/ রাজউক/ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো/সিটি কর্পোরেশন (সকল)

২৪। আলোচনা শেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, এমপি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়